

শ্রীবলরাম

ক্রিয়াশক্তি । শ্রীবলরাম স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ । বলরামে শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তিরই প্রাধান্য । স্বয়ংকৃপে শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়—লীলাশক্তির সাহায্যে কেবল অস্তরঙ্গ-লীলারস-আষাঢ়নেই নিমগ্ন । ক্রিয়াশক্তিমূলক অন্যান্য লীলা-কার্য বলরামস্বরূপেই তিনি নির্বাহ করেন ।

মূল ভক্তিতত্ত্ব । ভগবানের চিছক্তির পরিণতি-বিশেষই ভক্তি—যাহা সেবার প্রাণ । স্বতরাং ভক্তি বা সেবার মূলই হইল চিছক্তি ; চিছক্তিই মূল-ভক্তিতত্ত্ব । এই চিছক্তি ধামপরিকরাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণের অস্তরঙ্গ-সেবা করিতেছেন—আবার বলরামের দ্বারা ও এই চিছক্তি শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধি সেবা করিতেছেন । চিছক্তি যথন মূল ভক্তিতত্ত্ব এবং এই চিছক্তি যথন শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থিত—তথন সেব্যতত্ত্ব ও সেবকতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণেরই অস্তর্ভূত, তাহাও বুঝা যায় । শ্রীকৃষ্ণের এই সেবক-তত্ত্বের আবির্ভাবই শ্রীবলরাম, তাই শ্রীচৈতন্ত্যচরিতামৃত বলেন—ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে । ১৬১৫

বলরামের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা । যাহা হউক, শ্রীবলরাম নানাকৃপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন । প্রথমতঃ তিনি স্বয়ংকৃপে ত্রজে ও দ্বারকা-মথুরায় (সঙ্কৰণকৃপে) থাকিয়া সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করিতেছেন । পরব্যোম-চতুর্বুঝাস্তর্গত সঙ্কৰণকৃপে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ-স্বরূপের সাক্ষাৎসেবা করিতেছেন । আবার এই সঙ্কৰণেরই অংশাংশ কারণার্থশায়ী, গর্তোদশশায়ী এবং ক্ষীরাক্রিশায়ী-রূপে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-আদি কার্য নির্বাহ করিয়া আজ্ঞাপালনকৃপ সেবা করিতেছেন । এইকৃপে সৃষ্টি-কার্যের মূল ও হইলেন শ্রীসঙ্কর্ষণ বা বলরাম । আবার শেষকৃপে তিনি স্বীয় মন্তকে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া সৃষ্টিরক্ষাকৃপ সেবা করিতেছেন ; অনন্তকৃপেও বিবিধ সেবা করিতেছেন । আবার আসন, বসন, ভৃষণ, মাল্য, চন্দন, পাতুকা, ছত্র, চামর আদি শ্রীকৃষ্ণের সেবার যত ক্ষিতু উপকরণ আছে, তৎসমন্ত্বে শ্রীবলদেব । আবার তাঁহারই ইচ্ছায় সন্ধিত্যুৎপন্ন-প্রধান শুন্দসন্ত অনাদিকাল হইতে ভগবন্ধামাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-লীলার আশুকূল্য করিতেছেন । এইকৃপে কেবল লীলা-পরিকররূপে নয়—লীলার উপকরণ এবং লীলার ধামাদিরূপেও—শ্রীবলরাম সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতেছেন ; আর সঙ্কৰণাদিরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিতে ব্যক্ত তাঁহার আজ্ঞার পালনকৃপ সেবাও করিতেছেন ।